Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৬শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২রা ভাদ্র বুধবার ১৩৬৬ ইংরাজী 19th Aug. 1959 { ১৪শ সংখ্যা

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

লিভার ও পেটের পীড়ায়

কুমারেশ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা ভাদ্র বুধবার সন ১৩৬৬ সাল।

১৯৪৭ অব্দের
১৫ই আগষ্ট

—•—

এই তারিখে প্রায় ২০০ বৎসরের শৃঙ্খলিতা ভারতমাতা ইংরাজের শাসনাধীনে থাকিয়া মুক্তি লাভ করিয়া স্বাধীন হইলেন।

ইংরাজের রাজত্বের আরম্ভ অর্থাৎ বউনি যেখানে হয়, সেই মুর্শিদাবাদ জেলার স্বাধীনতা প্রাপ্তির যে বক্ষ কম্পন তা ১৫ই আগষ্টের পরও প্রত্যেক সাধারণ লোকের বুকে হাত দিলেই বুঝা যাইত।

ভারতমাতা এই দিন স্বাধীনতা লাভ করিলেন তা ঠিকই ; কিন্তু এই স্বাধীনতা লাভের অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই মায়ের ইশ্লাম সন্তানগণের এক বিশিষ্ট সংখ্যাধিক সম্প্রদায় কংগ্রেস দলভুক্ত ভারত সন্তান-গণকে শুনাইয়া এক শাসনবাক্যযুক্ত গান গাহিয়া গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে শোভাযাত্রা করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহারা গাহিতেন—

দূর হটো, দূর হটো
রে কংগ্রেসবালা
পাকিস্তান হামারা হায়।

মাঝে মাঝে সমবেত কণ্ঠে চীৎকার করিতেন—লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে দিনও এই চীৎকার শোনা গিয়াছে।

ভারতের শাসনভারপ্রাপ্ত গবর্ণর জেনারেল লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেন ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া পাঞ্জাব ও বাংলাকে ভাগ করিয়া একাংশ পাকিস্তানের দাবীদার মোশ্লেম লীগ নাম ধেয় সম্প্রদায়কে দিয়া অবশিষ্ট ভারত কংগ্রেস নামক সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্বজাতি সমন্বিত সম্প্রদায়ের হস্তে প্রদান করিয়া উভয় দলকেই স্বাধীনতা দান করিলেন।

যখন ভারত দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভাগই হইল তখন প্রত্যেক অংশের অধিকারীগণ স্ব স্ব সীমানা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলেই ভবিষ্যৎ গণ্ডগোল মিটিয়া যাইত। তাহা হইল না। উভয় দলের নেতৃবৃন্দ এই ১৫ই আগষ্টই আপন আপন গদী দখল করার জন্য কাল-বিলম্ব করিলেন না।

ইংরাজের বউনির জায়গা মুর্শিদাবাদ সেদিনও জানিল না যে তার বুকের উপর কোন্ পতাকা উড্ডীয়মান হইবে।

১৫ই আগষ্ট তো পতাকা উড়াইতেই হইবে। মুর্শিদাবাদে ইশ্লামের "চাঁদ তারা" চিহ্নিত পতাকা উড্ডীয়মান হইল। আর খুলনা জেলায় উড়িল কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকা।

দুই সম্প্রদায়ই স্বাধীন হইল কিন্তু মুর্শিদাবাদ ও খুলনা প্রেসিডেন্সী বিভাগের এই দুইটি জেলা তখন কোন্ রাজ্যভুক্ত তাহা অনির্দ্দিষ্টই থাকিল। ইংরেজ শাসক নির্দ্দেশ দিলেন মিঃ র‍্যাডক্লিফ এই দুই জেলার ভাগ্য নির্ণয় করিবেন। দিন দুই পর রেডিওতে শোনা গেল—খুলনা পাকিস্তানভুক্ত আর মুর্শিদাবাদ ভারত রাজ্যভুক্ত হইল।

পাকিস্তান রাজ্যের শাসন ভার লইলেন মোশ্লেম লীগের কায়েদে আজম মহম্মদ আলী জিন্না স্বয়ং। ইংরাজের আমলে যিনি গবর্ণর জেনেরাল ছিলেন লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেন, তিনিই থাকিলেন স্বাধীনতা-প্রাপ্ত ভারতের শাসনকর্ত্তা।

টাকাকড়ি দেনাপাওনা ভাগ হইবার সময় স্থির হইল যে ভারতের কাছে পাকিস্তান পাইবে ৫৫ কোটি টাকা আর ভারত পাইবে পাকিস্তানের কাছে ৩০০ কোটি টাকা। দয়ার অবতার মহাত্মা গান্ধীজির প্রাণে পাকিস্তানের উপর কি দয়া হইল তিনি আব্দার ধরিলেন পাকিস্তানের প্রাপ্য ৫৫ কোটি টাকা তাদের নগদ মিটাইয়া দিতে হইবে। কেহ কেহ পাকিস্তানের দেনায় বাদ দিয়া ওজেবাদ করিতে বলায় মহাত্মাজী অনশন করিয়া আত্মত্যাগ করিবার পণ করিলেন। সুতরাং না চাইতেই পাকিস্তান এতগুলি টাকা তার দেনায় কাটিয়া না লওয়ায় ইহা ভারতের দৌর্ব্বল্য বুঝিয়া যখন তখন যা তা দাবি করিয়া বসে। কত চুক্তি যে করিয়াছে কতবার তাহা ভঙ্গ করিয়াছে, তবুও ভারত-কর্ত্তাদের চেতনা হইল না।

আমরা কয়েকদিন আগে বলিয়াছিলাম ভারত ও পাকিস্তান ভারতমাতার ছিন্নাঙ্গিনী হইয়া দুটি যমজ সন্তান প্রসব করার কথা। যমজ সন্তানদের একটির যে ব্যাধি হয় অন্যটি সেই ব্যাধিগ্রস্ত হয়। তা এই দুটির বেলায় ঠিকই হইয়াছে কেবল বানান ভুল হইয়াছে তবুও উচ্চারণ ঠিকই আছে। পাকিস্তান করিতেছে—

সমর-পণ

আর ভারতের পক্ষে প্রধান মন্ত্রী তার বদলে করিতেছেন—

সমর্পণ

যখন তখন পাকিস্তান গুলিবর্ষণ করিতেছে। পণ্ডিত জহরলাল তার বদলে স্থান দান করিতেছেন। পাকিস্তান দানের ভরসা রাখে না টুকের গ্রাম জবরদস্তি (জবর-দোস্তী) করিয়া না বলিয়া চাহিয়া লইয়াছে। পশ্চিম বাংলা অন্নের কাঙাল হইয়াও প্রধান মন্ত্রী জহরলালের দৌর্ব্বল্যের খেয়াল না মানিয়া সংবিধান অনুসারে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। আজও পণ্ডিত জহরলাল দিবার জন্য জেদ ছাড়েন নাই। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের বিধান মণ্ডলী একবাক্যে তাঁহার বেআইনী খেয়াল দমিত করিবার জন্য তাঁহার ধ্বনির প্রতি-ধ্বনি না করিয়া স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া মনোবল দেখাইয়া পৃথিবীর কাছে পরিচিত হইয়াছেন।

মাণিকের খানিক ভাল

তবুও আমরা স্বাধীনতাকে শুধু স্বাধীনতা নয় কষ্টার্জিত স্বাধীনতা বলিয়া গরব ও গৌরব করি। যেখানে সেখানে আমাদের শরীয়তী শরিকরা গুলি চালাইতেছে। গরু বাছুর, মানুষ শুধু পুরুষ নয়, নারীও ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, তার জন্য আমরা আমাদের কর্ত্তৃপক্ষের সাফ জবাব পাইয়াছি—এর জন্য যুদ্ধ করা যায় না। আমাদের জেলা অফিসার-গণ প্রতিবাদ, দৃঢ় প্রতিবাদ, তীব্র প্রতিবাদ করিয়া উর্দ্ধতন কর্ত্তাদের নির্দ্দেশ পালন করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিতেছেন। জঙ্গিপুর মহকুমার গঙ্গার চড়ায় আমাদের কৃষকগণ ফসল লাগাইলে, আমাদের শরিয়তী শরিকেরা সৈন্য পুলিশ সঙ্গে লইয়া তাহা কাটিয়া লইয়া যায়। বাগে পেলে মানুষ গবাদি

পশুও লইয়া যায়। আমাদের দিকের কতকগুলি মৎস্যজীবী নদীতে মৎস্য ধরিতেছিল। তাহাদের নৌকা ও জালসহ ধরিয়া পাকিস্তানীরা লইয়া গিয়াছেন। জানি না তাহারা ফিরিবে কি না।

ইংরেজ কেবল কষ্টার্জ্জিত স্বাধীনতা দিয়া যায় নাই, তার সঙ্গে বহু কোটি টাকাও দিয়া গিয়াছিল। আমরা প্রায় দুই শত বৎসর ইংরাজের অধীনতার আগে হাজার হাজার বৎসর পাঠান মোগলের অধীনে থাকিয়া রকম রকম দীনতা অভ্যাস করিয়া দুঃখ সহ্য করিয়া সহনশীল হইয়া ১২ বৎসর হইল স্বজনের শাসনের আওতায় আসিয়া কেন যে ঠাণ্ডা হইতে পারিলাম না সে আমাদের অদৃষ্ট বলিতে হইবে।

আমাদের গ্রামে এক বুড়ী ছিলেন। কোন দরিদ্র যদি কিছু টাকা পেয়ে বেশভূষা করিত, বুড়ীর তা দৃষ্টিকটু মনে হইত। ঠাকমা বুড়ী তার মুখের উপর ছড়া করিয়া বলিতেন—

"ছোট লোকের পয়সা হ'লে লম্বা ছাড়ে কোঁচা।
ময়ূরের নৃত্য দেখে মৃত্য করে প্যাঁচা।"

আমরা না দেখলেও আমাদের ভাগ্য-বিধাতারা লণ্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্ক, মস্কো সব দেখেছেন। আমাদের দেশটাকে রাতারাতি ঐ সব সহরের মত সহরে ভর্ত্তি ক'রে দিবে মনে ক'রে নানা পরিকল্পনা করতে লাগলেন। নিজেরা পূর্ত্ত কার্য্যের কিছু জানেন না। অন্য অন্য দেশের পূর্ত্ত কর্ম্মের ধূর্ত্ততার মূর্ত্ত জীবদের এনে যত টাকা সব শেষ ক'রে এদেশে ধার ওদেশে ধার ক'রে বাপের ভিটা বেচেও উন্নতি করার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। সেবার ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার ফল স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী কান্দীতে দেখে গিয়েছেন। এবার হুগলী জেলার বহুস্থান ভেসে গেছে নিজের গড়া বাঁধ ভেঙে। খাবার জন্য আমেরিকা ৭০ লক্ষ টন গম দিয়েছিল কলকাতা বন্দরে তার কয়েক হাজার বস্তা "ডি. ডি. টি"র সঙ্গে মিশে খাদ্যের অনুপযুক্ত হ'য়ে গিয়েছে। টাকার জন্য ধার এবং খাদ্যের জন্য পরের দুয়ারে হাত পাতা ভিন্ন গতি নাই। স্বাধীনতা উৎসবের বক্তৃতায় কর্ত্তারা বলেছেন—সবকে খুব ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। সকলেই বাধ্য হ'য়ে ত্যাগ স্বীকার না ক'রে করবে কি?

'১৫ই আগষ্ট'

সমসেরগঞ্জ ও ফরাক্কা থানার নূতন-মালঞ্চা, মালঞ্চা ও আঁকুড়া জুনিয়র বেসিক স্কুলের শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকমণ্ডলী একত্রে নূতন-মালঞ্চা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ১৫ই আগষ্ট "স্বাধীনতা দিবস" উৎযাপন করেন। ঐ দিন প্রত্যেক বিদ্যালয় নিজ নিজ বিদ্যালয়েও প্রভাতফেরী, পতাকা উত্তোলন, পতাকা অভিবাদন, শহীদ বেদীতে মাল্যার্পণ ও এই দিবসের গুরুত্ব আলোচনান্তে সকলে নূতন-মালঞ্চা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিরাট সভায় সমবেত হন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ধুলিয়ান সার্কেলের বিদ্যালয় সমূহের অবর পরিদর্শক শ্রীজগদীশচন্দ্র সাহা ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রধান শিক্ষক শ্রীহরমোহন সিংহ। এই সভায় উক্ত তিন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী কর্ত্তৃক আবৃত্তি, নৃত্যগীত ও একটি নাটক অভিনীত হয়। এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নূতন-মালঞ্চা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীতিনকড়ি পাল। এখানে বিদ্যালয় সমূহের ও গ্রামবাসিগণের হস্তশিল্পের প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়। সভায় স্বাধীনতা দিবসের গুরুত্ব সম্পর্কে আঁকুড়া জুনিয়র বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীজয়ন্তকুমার দত্ত, শ্রীবরদাকান্ত পাল ও নূতন-মালঞ্চা বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বক্তৃতা করেন। সম্পাদক মহাশয় বিদ্যালয়ের বার্ষিক কার্য্যবিবরণীও পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় প্রদর্শনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এই সাধু প্রচেষ্টার আরও উন্নতি আশা করেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে, তিনি বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার প্রগতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। এইরূপ মহতী জনসভা এতদঞ্চলে এই প্রথম বলিয়া মনে হয়।

হারোয়া ফ্রি বোর্ড প্রাইমারী স্কুলে "স্বাধীনতা দিবস" পালন উপলক্ষে জনাব আবদুল হামিদ সেখ সভায় পৌরোহিত্য করেন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় শহীদ বেদীতে মাল্য দান করেন ও ভাষণ দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদিগকে দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করেন। সভায় অনুমতি সরকার, আবুল কাসেম সেখ প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণ ভাষণ দেন, ছাত্র-ছাত্রীগণ গান, আবৃত্তি ও নাটক অভিনয় করে। উপস্থিত জনতা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

মিউনিসিপ্যাল কালভার্ট অবরোধ

গত বৎসরের মত এবারও মিউনিসিপ্যালিটীর রঘুনাথগঞ্জ ৫নং ওয়ার্ডে আইলেরউপর মুসলমান-পাড়ার ও ডোমপাড়ার বেণ্টলী ড্রেণেজ স্কীমের কালভার্টের মুখ করগেট টীন ও মাটী দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে কেন? প্রায় ছত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য বেণ্টলী সাহেবের নির্দ্দেশে জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জে ড্রেণ কাটাইয়া আবশ্যক মত স্থানে কালভার্ট নির্ম্মিত হইয়া প্রবেশ ও নির্গমনের পথে স্লুইস গেট বসান হয়। ভাগীরথীর বন্যার ঘোলা জল ড্রেণে প্রবেশ করিয়া সহরের অধিকাংশ জায়গা ভাসাইয়া দিলে মশার ডিম নষ্ট হইয়া যাইবে বলিয়া এই ব্যবস্থা হয়। জনৈক ব্যক্তির স্বার্থের জন্য এই মহান্ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া উক্ত পল্লীর জনসাধারণের স্বাস্থ্য নষ্ট করা হইতেছে। আমরা অবিলম্বে অবরোধকারীর বিরুদ্ধে বিহিত ব্যবস্থার জন্য জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ও পশ্চিম বঙ্গের ডিরেক্টর অব পাবলিক হেল্থ মহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

অধুনালুপ্ত হিতবাদী সম্পাদকের পরলোকগমন

অধুনালুপ্ত হিতবাদী পত্রিকার "শ্রীবৃদ্ধ" নামে পরিচিত প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ৯৩ বৎসর বয়সে গত ২১শে শ্রাবণ শুক্রবার পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার তিন পুত্র ও এক কন্যা বর্ত্তমান। শ্রী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল হিতবাদীর সহিত জড়িত ছিলেন ও পরে তিনি হিতবাদীর সম্পাদক হন। আমরা তাঁহার স্বজনগণের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবান তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি বিধান করুন।

পরিকল্পনা বিশারদ

দশটা প্ল্যান করে

কলাকেও শিল্পকলা বলে।

যত রকমের প্ল্যান জানি তা এই সামান্য বার বৎসরে কি করবো? দশ রকমের প্ল্যান করলেই প্ল্যানটেন (Plantain) হবে জেনো। বুদ্ধি সব খরচ না করায় মাথায় প্ল্যান্ট (Plant) গজিয়েছে।

ইংরাজের সময়ে

টাকার অভাব কি? সুদ দিলেই হয়।

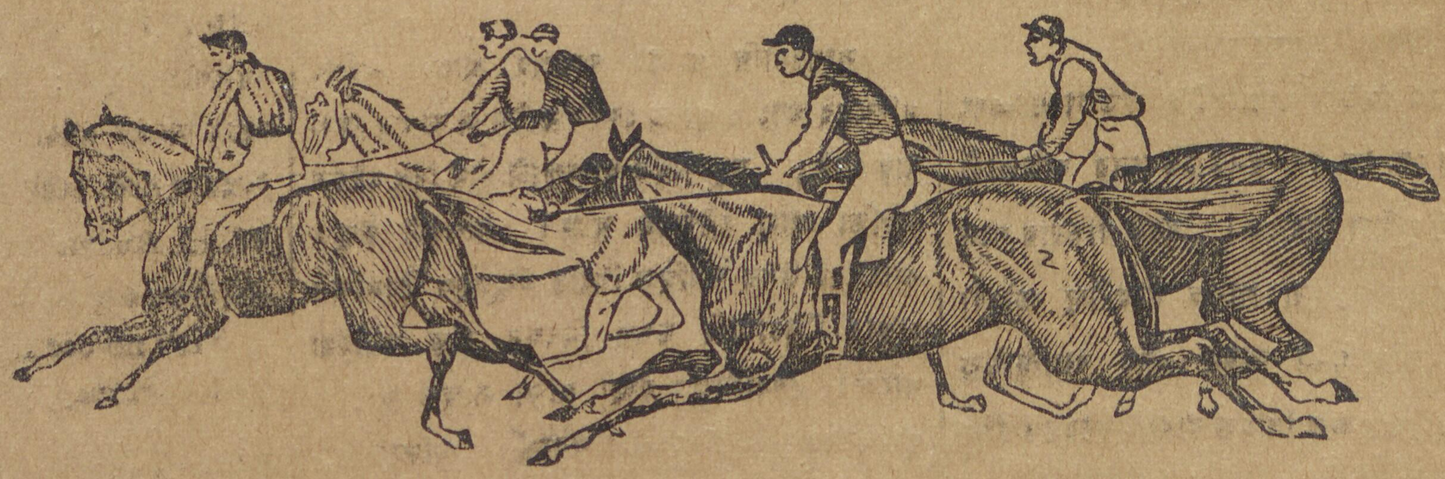

এতে আয়ও হয় আনন্দও আছে।

মাতাল

সব ল্যাঠা চুকে যাবে,
রবে নাকো কিছু।
চারিদিক হ'তে দেখিবে তোমার
বোতল ছুটিছে পিছু।

বন্যার কবলে ধুলিয়ান

ধুলিয়ান মিউনিসিপ্যালিটীর কতকাংশ এবং কাঞ্চনতলা জে. ডি. জে. ইনষ্টিটিউশনের বাউণ্ডারী বন্যার জলে ডুবিয়া গিয়াছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রীসুধীন্দু চৌধুরী মহাশয় ধুলিয়ান গমন করেন এবং বন্যাপীড়িত জনগণের সুবিধার জন্য বিহিত ব্যবস্থা করেন। দিন কয়েকের জন্য স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে।

যাত্রীগণের উঠানামার অসুবিধা

জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনে সমস্ত ডাউন ট্রেণ বামদিকের প্লাটফরমে দাঁড়াইতেছে। উহাকে প্লাটফরম বলা চলে না। ওখানে উঠানামা করিতে পুরুষরাই নাজেহাল হইতেছেন স্ত্রীলোকদের ত কথায় নাই। রেলকর্ত্তৃপক্ষ অবিলম্বে বামদিকে প্লাটফরম ও ওভার ব্রীজ করার ব্যবস্থা করুন। ডাউন ট্রেণের যাত্রীগণের দুর্গতি চরমে উঠিয়াছে।

বন্যায় ভাদুই ধানের ক্ষতি

জঙ্গিপুর মহকুমার বাগড়ী অঞ্চলের প্রায় মাঠেরই পাকা ভাদুই ধান বন্যার জলে ডুবিয়া যাইতেছে। রঘুনাথগঞ্জ থানার দুবড়া মাঠের প্রায় সহস্রাধিক বিঘা জমির ধান ডুবিয়া গিয়াছে। জোতদার ও কৃষকগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। ঐ সমস্ত জমির ধান ডুবিয়া না গেলে লোকে প্রচুর ধান পাইত।

বিল বা দাঁড়ার ধারে অবস্থিত অনেক হৈমন্তিক ধানের জমিও ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

প্রতিবাদ-পত্র

মাননীয় শ্রীযুক্ত জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকার
সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—

গত ২২শে জুলাই এর হিন্দুর দেব মন্দিরের অবস্থার প্রতিবাদটুকু আপনার পত্রিকায় ছাপাইয়া আমাকে বাধিত করিবেন।

সাগরদীঘি থানার বন্যেশ্বর গ্রামের ৺শিব মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে কোন ফাটল এ যাবত দেখা যায় নাই; চতুষ্পার্শ্বস্থ বারান্দাটী দীর্ঘ দিন হইতে জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র। মন্দিরটী উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর অবস্থিত বিধায় ইন্দুরকুল দৈনন্দিন পূজার উপচারাদি ভক্ষণ নিবন্ধন ভীড় জমাইয়া থাকে। সেবাইতের ইচ্ছা থাকা সত্বেও আর্থিক দুর্ব্বলতার নিমিত্ত সংস্কারে অসমর্থ। অভিযোক্তাদের সহযোগিতার পরিবর্ত্তে আক্রমণই প্রবল ও বাধ্যতামূলক সংস্কারের প্রবল ইচ্ছা লক্ষিত হইতেছে। আক্রমণ প্রতিশোধাত্মক ব্যক্তিগত ক্ষোভের কারণেই উদ্ভব হইয়াছে। মন্দির ২।১ খানি গ্রামের ভক্তির স্থল নহে। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও অন্যান্য জেলাবাসীদিগকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে। জুলুম স্বেচ্ছাচারিতা থাকিলে দেশবাসীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়া হৃৎপদ্ম সম্ভব হইতে পারিত না, এবং পূর্ব্বেই ব্যাপক প্রকাশ পাইত। ভোগের মূল্যের ই একের দুই দক্ষিণা আদায়ের ব্যবস্থা আছে। বলিদানের সময় কৌতূহলী পুলিশের দল প্রায় বৎসরই উপস্থিত থাকেন এ ব্যাপারে চিরাচরিত প্রথার ব্যত্যয় হয় না। জনগণ মন্দিরের উন্নয়নকল্পে সেবাইতকে কোন সদিচ্ছা জানান নাই বা সহযোগিতা করেন নাই মন্দিরের দৈনন্দিন আয় নাই; প্রতি সোমবার যৎকিঞ্চিৎ আয় হয়। পূজা ব্যাপারে পূর্ব্বপ্রথা বহাল রাখা হইয়াছে। চড়ক পূজার মেলা ১০।১২ বৎসর হইতে অনুষ্ঠিত হয় না বলিলেও অতিশয়োক্তি করা হয় না। চতুর্দ্দশীর মেলায় কিছু আয় হয় বটে কিন্তু তাহা প্রচুর নহে। সম্পত্তি বিক্রয় কবালা ইত্যাদি কথাগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী পালন করাণকে স্বেচ্ছাচারিতা বলা অযৌক্তিক। ধর্ম্ম মন্দিরের নামে যাঁহারা কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন তাঁহারাই "অভিযুক্তকে সাহায্য করিলে জড়িত হইবার সম্ভাবনা আছে" বলিয়া সঙ্কেত করিতেছেন। নিত্য পূজা বন্ধ হওয়ার কারণ নাই। পক্ষান্তরে সংবাদ দাতাদের মনোরোগ সুস্থদেহে সংক্রামিত হইতে পারে ইহা আশঙ্কার বস্তু বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ সমালোচনার উপযোগিতা আছে। বিদগ্ধ কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "যথার্থ সমালোচনা পূজা; সমালোচক পূজারী, পুরোহিত তিনি নিজের অথবা সর্ব্বসাধারণের ভক্তি বিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র" সুতরাং ইংরেজ কবি W. H. Auden এর সহিত সুর মিলাইয়া সংস্কার প্রয়াসীগণকে বলিব—

"It's no use raising a shout.
No, Honey, you can cut that right out."

ইতি—৭।৮।৫৯

শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়
বন্যেশ্বর।

ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ে অর্থদণ্ড

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাস্থ্য-পরিদর্শক মহাশয়ের অভিযোগক্রমে নিম্নের দুইজনকে জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের বিচারক মহোদয় অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ভেজাল দুগ্ধের জন্য :—

শ্রীআতস বেওয়া, সাং বাঘা ১৫৲

ভেজাল দধির জন্য :—

শ্রীবৈদ্যনাথ ঘোষ, সাং গিরিয়া ২৫৲

নোটিশ

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, আমি শ্রীকান্তবাটী পশম-শিল্প সমবায় সমিতি লিমিটেডের ৩০. ৬. ৫৯ শেষান্তিক বৎসরের সংবিধি-বদ্ধ হিসাব পরীক্ষার কার্য্য আরম্ভ করিব। সুতরাং উপরোক্ত সমিতির প্রত্যেক আমানতকারী, পাওনাদার, দেনাদার এবং সদস্যকে তাঁহার নিজ নিজ পাওনা এবং/অথবা দেনার ব্যালেন্স এবং অংশের ব্যালেন্স (৩০।৬।৫৯ তারিখ পর্য্যন্ত) যেরূপ হইতে পারে তাহা ২৬।৮।৫৯ তারিখ হইতে ৩০।৮।৫৯ তারিখ পর্য্যন্ত উক্ত সমিতির অফিসে, অফিস খোলা থাকাকালে আমার নিকট সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে অনুরোধ করিতেছি, অন্যথায় সমিতি কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হিসাব চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীরামগতি মুখোপাধ্যায়

অডিটার, কো-অপারেটিভ সোসাইটীজ জঙ্গিপুর।

অডিট অফিসার—তাং ১৯.৮.৫৯

শিক্ষক চাই

রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুল প্রাথমিক বিভাগের জন্য সহকারী ৩য় শিক্ষকের পদে (স্থায়ীভাবে) ন্যূনপক্ষে ম্যাট্রিক পি. টি শিক্ষক (মাসিক বেতন ভাতা বাদে ৩৫৲ টাকা) এবং সহকারী ৪র্থ শিক্ষক পদে (সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে) ন্যূনপক্ষে ম্যাট্রিক পাশ শিক্ষক আবশ্যক। (মাসিক বেতন ভাতা বাদে ৩০৲ টাকা) সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন। আবেদনের শেষ তারিখ ৫।৯৫৯

সম্পাদক, রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুল (প্রাথমিক বিভাগ)

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

—০—

যে সকল ব্যক্তি পাবলিক ক্যারিয়ারের পারমিট এবং সে সঙ্গে ষ্টেজ ক্যারেজ ও পাবলিক ক্যারিয়ারের পারমিটের রিনিউয়ালের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন তাঁহাদের নামের একটি তালিকা মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকারের নোটিস বোর্ডে এবং জেলার প্রত্যন্তবর্তী মহকুমা শাসকদের নোটিস বোর্ডে টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে কাহারও কোন বক্তব্য থাকিলে তাহা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে। স্বাঃ এ, সি, চ্যাটার্জি, সেক্রেটারি, আর টি এ, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ সার্বজনীন দুর্গাপূজার ১৩৬৫ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব

জমা—১৩৬৫ সালের চাঁদা আদায় ৪৩৪৸৶০

খরচ—পূজার খরচ ১২১৸৫, মণ্ডপ নির্মাণ ৬২।৶০, *নরনারায়ণ সেবা ৪২।১০, প্রতিমা ৬১৲, বাদ্য ৪০॥/০ আলো ৩৬৶৫, লক্ষ্মীপূজা ১০৸/১০, দক্ষিণা ২১৲, উৎসব ৭৸৶০, বিসর্জন ১৮৸৶০, বিবিধ ১।৶১০

মোট—৪২৪।/০, হাতে মজুত ১০॥/০ = ৪৩৪৸৶০

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীঅবনীকুমার রায়

ইহা ব্যতীত নরনারায়ণ সেবার জন্য অনেকে অনেক দ্রব্যাদি দান করিয়াছেন।

সভাপতি—শ্রীপার্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়

হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—অতি পরিষ্কারভাবে হিসাব রাখা হইয়াছে।

হিসাব পরীক্ষক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রভূষণগুপ্ত, ৪।৮।৫৯

লিভার ও পেটের পীড়ায়
কুমারেশ

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট. কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৭

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।